022

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 AUG 1985
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ভুল পাঠ্যক্রম ?

বছরের সাত মাস চলে যাওয়ার পর এ খবর বাঞ্ছিত বা প্রত্যাশিত নয়। খবরটি জাতীয় পাঠ্যক্রম স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যক্রম ও বই সম্পর্কে। খবরে বলা হয়েছে এর কোনটিই এখনো পৌঁছেনি যথাস্থানে। অর্থাৎ দেশের বহু এলাকায় বোর্ডের বই পৌঁছেনি। পৌঁছেনি ১৯৮৫ সালের নবম শ্রেণীর অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম।

এ খবরটি উদ্বেগজনক নিঃসন্দেহে। তবে এ খবর বাড়তি উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে ভিন্ন কারণে। খবরে বলা হয়েছে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত পাঠ্যক্রম না পাঠালেও সকল বিদ্যালয়েই পাঠ্যক্রম পৌঁছে গেছে। এ পাঠ্যক্রম প্রকাশ করেছেন একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক। বিকল্প কোন পাঠ্যক্রম বোর্ড কর্তৃপক্ষ না দেয়ায় ঐ পাঠ্যক্রমই চালু হয়েছে সর্বত্র। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এ বছরের পাঠ্যক্রমে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে পাঠ্যক্রম প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। তাদের মতে বাজারে প্রকাশিত পাঠ্যক্রম পুরোপুরি ভুল। অথচ এই পাঠ্যক্রমই অনুসরণ করা হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অসাধু ব্যবসায়ীদের দোষী সাব্যস্ত করার অবকাশ আছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষও অসতর্কতার দায় থেকে মুক্ত হতে পারেন না। বোর্ডের পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। এখানে চলছে অসাধু প্রকাশক এবং পুস্তক ব্যবসায়ীদের খেলা। মফস্বলের কোন গঞ্জে বা বন্দরে পুস্তক ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত মূল্যে বোর্ডের বই বিক্রি করেন না। বইয়ের সাথে জুড়ে দেন আরো অধিক মূল্যের অর্থ পুস্তক। অনেক লেখালেখি ও দেনদরবার করেও এ পরিস্থিতির পরিবর্তন করা যায়নি। এর মধ্যে এবার সংকট সৃষ্টি হয়েছে নতুন পাঠ্যক্রম নিয়ে। পাঠ্যক্রম প্রকাশে বিলম্বের সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজ গুণে পাঠ্যক্রম প্রকাশ করে বেশ টাকা কামিয়ে নিয়েছে। এ খবর সংশ্লিষ্ট মহল জানলেও কোন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাবধান করে দেয়া হয়নি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে।

অভিযোগ বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারীর সহযোগিতায় অসাধু ব্যবসায়ীরা এই পাঠ্যক্রম প্রকাশ করেছে। তাহলে এই অসাধু কর্মচারী কারা ? বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি তার খোঁজ করেছেন ? জানা করব অবিলম্বে বাজার থেকে ঘোষণা দিয়ে ভুল পাঠ্যক্রম তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এবং এজন্য দায়ী ব্যক্তিদেরও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।